দৈনিক

তারিখ ...19 Jun 2008

পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

অবশেষে মেডিক্যাল উচ্চ শিক্ষায় বিধিনিষেধ শিথিল ॥ টার্ম প্রথা বাতিলের আশ্বাস

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ অবশেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমডি-এমএস শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত চাপের মুখে এমডি-এমএস কোর্সে চাপিয়ে দেয়া টার্ম প্রথা শিথিল ও এ্যালাইড প্রথা বাতিলের ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমডি-এমএস কোর্সে টার্ম ও এ্যালাইড প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী চিকিৎসকদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজস্থ ডিন অফিসে দীর্ঘ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় গত ১৪ জুনের মতো গতকালও কয়েক শ' শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে শান্তিপূর্ণভাবে ডিন অফিস ঘেরাও করে রাখে। এ সময় পুরো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দেয়ালে আন্দোলন নিয়ে জনকণ্ঠে প্রকাশিত রিপোর্টের ফটোকপি করে সেঁটে দেয়া হয় এবং সকলের মাঝে রিপোর্টের ফটোকপি বিলি করতে দেখা যায়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার সভা শেষে টার্ম প্রথা পুরোপুরি বাতিল করা না হলেও অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে। নতুন এই নিয়মের ফলে পুরনো টার্ম প্রথা পুরোপুরি বাতিল করে নতুন টার্ম প্রথার সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন এই শিথিল টার্ম প্রথার আওতায় এমডি-এমএস কোর্সের ১মপর্বের পরীক্ষায় ৬ টার্ম, ২য় পর্বের পরীক্ষায় ১০ টার্ম এবং ফাইনাল পর্বকে টার্মহীন করা হয়েছে। একইসঙ্গে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এ্যালাইড প্রথা বাতিল করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এ্যালাইড প্রথা বাতিল হলে মূল বিষয়ের দু'জন এবং বিশেষায়িত বিষয়ের দু'জন করে পরীক্ষক থাকবেন মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায়। নতুন এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রাকটিশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. হারুন আল রশিদ। এদিকে ফ্যাকাল্টির সভা শেষে টার্ম প্রথা শিথিল ও এ্যালাইড প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আন্দোলনরত চিকিৎসকরা একসভায় টার্ম বাতিলের আন্দোলনে প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সভায় ন্যায্য দাবি আদায়ে মিডিয়ার সহযোগিতার জন্য সকল মিডিয়ার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে যেয়ে দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সভায় বলা হয়, টার্ম প্রথা

(৩ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

অবশেষে মেডিক্যাল

(১২-এর পাতার পর)

বাতিলের আন্দোলন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আপাতত ন্যায্য দাবির অনেকটাই মেনে নেয়ায় আন্দোলন স্থগিত করা হলেও টার্ম প্রথা বাতিলের আন্দোলন একেবারে থেমে যায়নি। তবে অভিজ্ঞমহলের মতে, শুধু টার্ম প্রথা শিথিল করলেই চলবে না, পরীক্ষায় পাসের হার যদি ২ শতাংশ থেকে অন্তত ৩০-৪০ শতাংশে না পৌঁছায় তাহলে পরীক্ষকদের স্বেচ্ছাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব এবং আক্রোশ নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাবে।